যায়যায়দিন

তারিখ 01 APR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শাবিতে ৩ বছরে ৩ ছাত্র খুন পার পেয়ে যাচ্ছে খুনিরা

নাজমুল আলম শিশির শাবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত তিন বছরে তিন ছাত্র হত্যার ঘটনা ঘটলেও আজ পর্যন্ত একটিরও বিচার হয়নি। ২০০৫ সালে লিটন হত্যার মধ্যে দিয়ে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যার ঘটনা শুরু। সর্বশেষ শনিবার খুন হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ বিভাগের ছাত্র আমিনুর ইসলাম মিলন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালের ১৩ জুলাই সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র রফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি লিটন খুন হয়। লিটন ছিল ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি। লিটন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৩ ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছিল। এক-দুই সেমিস্টারের লোক দেখানো শাস্তি শেষে এখন তারা আবারো বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে। সে সময় লিটনের পরিবার মামলা করলেও এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ সবাই জানে লিটনের খুনি কারা।

২০০৬ সালের ১২ মে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাগীব রাবেয়া মেডিকাল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। সে দিন রাত ১০টায় সিলেট শহরের মদিনা মার্কেট এলাকায় বিক্ষোভরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে ছয় ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়। ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ১৪ মে ভোরে মারা যায় বিবিএর ছাত্র মোশাররফ হোসেন শামীম। এ ঘটনার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় ছয় মাস অচল থাকে। শামীম হত্যার পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. হাবিবুল আহসানকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু দুই বছরেও সে তদন্ত কমিটি আলোর মুখ দেখেনি।

সর্বশেষ শনিবার বিবিএ চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র আমিনুর ইসলাম মিলনকে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার কে বা কারা মিলনকে আহত অবস্থায় সিলেট নগরীর পাঠানটুলা এলাকায় ফেলে যায়। সেখান থেকে পথচারীরা উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানি মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি ঘটলে ঢাকায় নেয়ার পথে ভৈরবে মারা যায় মিলন।

মিলন হত্যার বিচার দাবি করে রবিবার ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও ডিসি বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। গতকাল ক্যাম্পাসে শোক র‍্যালি করেছে বিবিএ বিভাগের শিক্ষার্থীরা। মিলনের চাচা সিদ্দিক আলী বাদী হয়ে রবিবার সিলেট কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন।

শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা পূর্বের দুই হত্যাকাণ্ডের মতো মিলনের হত্যাকারীদেরও বিচার হবে না।

তিন বছরে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্র হত্যা ও তাদের বিচার না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছে ক্ষোভ ও হতাশা। অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র আহসান হাবিব সুজা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, এভাবে বিচার না হলে হয়তো একের পর এক ছাত্র খুন হবে আর খুনিরা পার পেয়ে যাবে।

প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, নানা কারণেই পূর্বের লিটন ও শামীম হত্যার বিচার হয়নি। এবার যাতে মিলন হত্যার বিচার হয় তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।